DEPARTMENT OF SANSKRIT

Academic Year- 2018–2019

SEM 5th HONOURS

PAPER – CC11

UNIT-III

TROPIC –VEDIC LITERATURE **(ISOPANISAD)**

- ঈশোপনিষদি মূখ্যতত্ত্বানি আলোচিতানি । (ঈশোপনিষদের মূলতত্ত্ব আলোচনা করো)

বৈদিক সাহিত্যের উপনিষদ্ ভাগের এবং শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার চুয়াল্লিশতম অধ্যায় ঈশোপনিষদ্ নামে পরিচিত। সুপ্রসিদ্ধ সমগ্র উপনিষদ্ সাহিত্যে অষ্টাদশ মন্ত্রের এই ক্ষুদ্র উপনিষদ্ টি বিশেষ কয়েকটি গুণে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এককথায় উপনিষদ বলতে বেদান্তকে বোঝায়। উপনিষদ্ শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, উপনিষদ্ শব্দে বেদান্ত দর্শনের মূল প্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মবিদ্যাকে বোঝায়। ভগবান শঙ্করাচার্য শ্লোকার্ধে এই ব্রহ্মজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন-

শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।।

অর্থাৎ যা কোটি কোটি গ্রন্থে ব্যাখ্যাত হয়েছে তা আমি অর্ধশ্লোকে বলবো । ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মই ভিন্ন নয়। নিত্য শুদ্ধ মুক্ত জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দময় সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমব্রহ্মই বা ব্রহ্ম ই একমাত্র সত্য। জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। এই চরম সত্য উপনিষদ্ সাহিত্যে নানাভাবে উপদেষ্ট হয়েছে।

ঈশোপনিষদ্ গ্রন্থে সংক্ষেপে এই চরম সত্যের সত্যতা প্রকাশিত হয়েছে। এখানে জ্ঞান এবং কর্ম এই দুইটির মধ্যে সমুচ্চয় সাধিত হয়েছে। ব্রহ্মবিদ্যা বা আত্মজ্ঞান লাভ করায় জীবের একমাত্র পথ, কারণ এই পারমার্থিক জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত জীবের মুক্তি লাভ হয় না। প্রধানত ঈশোপনিষদে জ্ঞান ও কর্মের উপদেশ দেওয়ার

পর এদের মধ্যে সমুচ্চয় গড়ে তোলার পক্ষে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ এছাড়া সাংসারিক জীবের পক্ষে অবলম্বন করার মত শুভ পথ আর নেই । ঈশোপনিষদের প্রথম মন্ত্রে সমস্ত উপনিষদের মূল কথা বলা হয়েছে। এ উপদেশ জ্ঞান লাভের উপদেশ-

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যত্ কিঞ্চ জগত্যাং জগত্।

তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্।। (ঈশোপনিষদ্ 1)

এই জগতে যা কিছু অনিত্য বস্তু আছে সেগুলি সব পরমেশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত। সুতরাং ত্যাগের মধ্য দিয়ে আত্মাকে পালন করতে হবে। অন্য কারোর ধনে লোভ না করা এটাই হল এই মন্ত্রের অর্থ।

পরমাত্মা ব্রহ্মই হল সমস্ত জগতের নিয়ন্তা ও অধীশ্বর। এইজন্যই তাকে পরমেশ্বর বলে। জগতের স্থাবর, জঙ্গম যা কিছু আছে সবকিছুর মধ্যেই পরমেশ্বরের সত্তা উপলব্ধি করতে হবে। তিনি সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত আছেন। সাধারণ জীব ত্রিতাপ দুঃখ জ্বালায় কষ্ট ভোগ করে। তার পক্ষে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমাত্মাকে জানা খুবই অসম্ভব। পরমাত্মা বা ব্রহ্ম একমাত্র সত্য হলেও অজ্ঞানের বশে জীব তাকে অনিত্য ও জড় মনে করে। কিন্তু যখন অজ্ঞানের প্রভাব দূর হয়ে যায় এবং হৃদয়াকাশ জ্ঞানের আলোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তখনই তাতে মর্যাদাপূর্ণ বা ব্রহ্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়। নিরন্তর আত্মভাবনার মধ্যে দিয়ে পরমাত্মার কৃপায় অজ্ঞানের বিনাশে এই সত্যদর্শন সম্ভবপর। তখন জীব ব্রহ্মকে পরম উপাদেয় ও দুর্লভ বস্তু বলে বুঝতে পারে এবং অন্য কোন হেয় ধনে আকর্ষণ থাকে না।

ঈশোপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রে কর্মপথের সন্ধ্যান দেওয়া হয়েছে। অনিত্য বস্তুকে ত্যাগ করে সর্বভূতে এবং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শন সাধারণ সাংসারিক জীবের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তাই করুণাময়ী শ্রুতি কর্মপথের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন-

কুর্বন্নেবেহ কর্মানি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।

এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।। (ঈশোপনিষদ্ 2)

অর্থাৎ কর্মী জগতে কর্ম করে একশ বছর বাঁচার চেষ্টা করবে এরকম পুরুষ তোমার পক্ষে এছাড়া অন্য কোন পথ নেই যাতে তুমি কর্মফলে লিপ্ত না হও।

যারা জ্ঞান লাভ করতে অক্ষম তাদের জন্য কর্মের পথেই প্রশস্ত । জ্ঞান লাভই মোক্ষের শ্রেষ্ঠ পথ। কিন্তু মুক্তির জন্য ঠিক ইচ্ছা না হলে তার পক্ষে সন্ন্যাস নেওয়া ঠিক নয়। তাদের অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শুভকর্ম এবং দেবতাচিন্তা পূজা এইসব শুভ শাস্ত্রসম্মত কাজ করেই একশ বছর বাঁচতে হবে। কর্মী সারাজীবন শুভ কাজ করবে এবং অশুভ কাজ থেকে সবরকমভাবে দূরে থাকবে। এর কারণ জীব কখনো কর্মহীন হয়ে থাকতে পারে না। প্রশ্ন ওঠে শুভ কাজ করলেও তো কর্মীকে কর্মফল ভোগ করতে হবে। গীতায় বলা হয়েছে- **অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম শুভাশুভম্।**

শুভ বা অশুভ যাই হোক-ই না কেন কর্মের ফল কর্মীকে ভোগ অবশ্যই করতে হবে। এই কর্মফলকে এড়াতে হলে নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান করতে হবে। কামনাহীন কর্মই নিষ্কাম কর্ম। কামনা বা বাসনাই বন্ধনের কারণ। তাই নিষ্কাম ভাবে কাজ করতে উপদেশ গীতা ও দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন-

কর্মন্যেব্যাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন। (গীতা 2/47)

অর্থাৎ কর্মে তোমার অধিকার ফলে নয়। নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়েই কর্মফলকে এড়াতে হবে। আর এই কাজের মধ্য দিয়েই চিত্তশুদ্ধি হয় এবং একাগ্রতা বাড়ে। তখন জীব এই পথে অধিকতর জ্ঞান অর্জন করতে পারে। কর্ম মুক্তি দিতে না পারলেও মুক্তির খুবই সহায়ক।

এইভাবে জ্ঞান এবং কর্মের উপদেশ দেওয়ার পর ঈশোপনিষদ্ এই দুই পথের সমন্বয় করতে উপদেশ দিয়েছেন। যার ফলে জীব- **অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে**(ঈশোপনিষদ্ 11)।

সুতরাং জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কারী অবিদ্যার সাহায্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে বিদ্যার দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।